# 52875 - বতিরিরে নামায কি সালাতুল লাইল (রাতরে নামায) থকেে আলাদা কছিু

প্রশ্ন

বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বতিরিরে নামাযও এক প্রকার রাতরে নামায। তবে, তারপরওে রাতরে নামাযরে সাথে বতিরিরে নামাযরে কছিু পার্থক্য রয়ছে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

বতিরিরে নামায একপ্রকার রাতরে নামায, এটি আদায় করা সুন্নত এবং এটি রাতরে নামাযরে সর্বশষে নামায। বতিরিরে নামায এক রাকাত; যে একরাকাত নামায দয়িে রাতরে নামাযরে সমাপ্তি টানা হয়। এটি রাতরে শষোংশে কংিবা মধ্যরাতে কংিবা এশার পর রাতরে প্রথমাংশে আদায় করা হয়। যত রাকাত ইচ্ছা রাতরে নামায পড়ার পর এক রাকাত বতিরিরে নামায দয়িে শষে করা হয়।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া বনি বায (১১/৩০৯)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

সুন্নত হচ্ছে- কোন কথা কংিবা কাজরে মাধ্যমে রাতরে নামায থকেে বতিরিরে নামাযকে আলাদা করা। অনুরূপভাবে আলমেগণ হুকুম ও পদ্ধতরি দকি থকেে এ দুই নামাযরে মধ্যে পার্থক্য করছেনে:

কোন কথার মাধ্যমে এ দুই নামাযরে মধ্যে পার্থক্য করার দললি হচ্ছে- ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসিে এসছে,ে একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জজ্ঞিসে করল, ইয়া রাসূলুল্লাল্লাহ রাতরে নামাযরে পদ্ধতি কী? তনিি বললনে: দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, তাহলে এক রাকাত বতিরি পড়ে নাও।[সহহি বুখারী, দখেুন: ফাতহুল বারী (৩/২০)]

কোন কাজরে মাধ্যমে এ দুই নামাযরে মধ্যে পার্থক্য করার দললি হচ্ছে- আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তনে; আর আমি বছিানাতে আড়াআড়ভিাবে শুয়ে থাকতাম। তনিি যখন বতিরিরে

নামায পড়তে চাইতনে তখন আমাকে জাগয়িে দতিনে; তখন আমওি বতিরিরে নামায পড়ে নতিাম।[সহহি বুখারী, দখেুন: ফাতহুল বারী (২/৪৮৭), সহহি মুসলমি (১/৫১) এর ভাষ্য হচ্ছে- "তনিি রাতরে নামায পড়তে থাকতনে এবং আমি তাঁর সামনে আড়াআড়ভিাবে শুয়ে থাকতাম। যখন বতিরি বাকী থাকত তখন তনিি আয়শোকে জাগয়িে দতিনে এবং আমওি বতিরি নামায পড়ে নতিাম।" আরকেটি বর্ণনা (১/৫০৮) এর ভাষ্য হচ্ছে- "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরে রাকাত রাতরে নামায আদায় করতনে। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত হচ্ছে- বতিরিরে নামায। এ পাঁচ রাকাতরে মধ্যে বসতনে না; শুধু শষে রাকাতে বসতনে।"। আয়শো (রাঃ) থকেে অপর বর্ণনায় (১/৫১৩) এসছে- যখন সাদ বনি হশিাম বনি আমরে তাঁকে বললনে: আমাকে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বতিরিরে নামায সম্পর্কে অবহতি করুন। তখন তনিি বলনে: "তনিি নয় রাকাত বতিরি নামায পড়তনে। অষ্টম রাকাতে গয়িে তনিি বসতনে এবং যকিরি আযকার পড়তনে, আল্লাহর প্রশংসা করতনে, দোয়া পড়তনে, এরপর সালাম না ফরিয়িে দাঁড়য়িে যতেনে। এরপর নবম রাকাত পড়তনে। অতঃপর যখন বসতনে তখন যকিরি-আযকার পড়তনে, আল্লাহর প্রশংসা করতনে, দোয়া পড়তনে। এরপর আমাদরেকে শুনয়িে সালাম ফরিাতনে।"

আলমেগণ কর্তৃক বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে হুকুমরে মধ্যে পার্থক্য করা: আলমেগণ বতিরিরে নামায ওয়াজবি কি, ওয়াজবি না— এ নয়িে মতপার্থক্য করছেনে। ইমাম আবু হানফিার মতে, ওয়াজবি। এটি ইমাম আহমাদ থকেেও বর্ণতি আছে; যা 'আল-ইনসাফ' ও 'আল-ফুরু' গ্রন্থে উল্লখে করা হয়ছে। আহমাদ বলনে: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বতিরিরে নামায ত্যাগ করে সে মন্দ লোক; তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা উচতি।

তবে, হাম্বলি মাযহাবরে প্রসদ্ধি মতানুযায়ী, বতিরিরে নামায সুন্নত। ইমাম মালকে ও ইমাম শায়ফেওি এই অভমিত।

পক্ষান্তরে, রাতরে নামায নয়িে এসব মতানক্যে নইে। ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭) এসছে: রাতরে নামায ওয়াজবি হওয়া মর্মে অন্য কারো কথা নয়; কছিু তাবয়েীদরে উক্তি উল্লখে করছি। ইবনে আব্দুল বার্র বলনে: "কোন কোন তাবয়েী ছাগলরে দুধ দোহনরে মত সামান্য সময়রে জন্যে হলওে রাতরে নামায পড়া ওয়াজবি হওয়া মর্মে বরিল অভমিত ব্যক্ত করছেনে। তবে, আলমেসমাজ রাতরে নামাযকে মুস্তাহাব মনে করনে।[সমাপ্ত]

তবে, বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে মধ্যে পদ্ধতগিত প্রার্থকরে ব্যাপারে আমাদরে হাম্বলি মাযহাবরে আলমেগণ স্পষ্টভাবে প্রার্থক্যরে কথা বলনে: তারা বলনে: রাতরে নামায হচ্ছে- দুই রাকাত, দুই রাকাত। তাঁরা বতিরিরে নামাযরে ক্ষত্রেে বলনে: যদি কউে পাঁচ রাকাত কংিবা সাত রাকাত বতিরি নামায পড়ে তাহলে শুধু শষে রাকাতে বসবে। আর যদি নয় রাকাত বতিরি পড়ে তাহলে অষ্টম রাকাত শষেে বসবে, তাশাহুদ পড়বে, এরপর সালাম না ফরিয়িে দাঁড়য়িে যাবে এবং নবম রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফরিাবে। 'যাদুল মুসকাতনি' গ্রন্থাকার এ কথা বলছেনে।[সমাপ্ত]

মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৩/২৬২-২৬৪)

এতে করে জানা গলে যে, বতিরিরে নামাযও রাতরে নামায। কন্তিু, বতিরিরে নামাযরে সাথে রাতরে নামাযরে কছিু প্রার্থক্য

আছে। যেমন- পদ্ধতিগত প্রার্থক্য।

আল্লাহই ভাল জানেন।